যুগান্তর

তারিখ 23 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

খুলনা সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেধা বিকাশে নজর দিতে হবে

হেদায়েৎ হোসেন, *খুলনা ব্যুরো*

অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নম্বর প্রাপ্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পেতে হলে নম্বরের বদলে মেধা বিকাশের দিকে অভিভাবকদের নজর দেয়া প্রয়োজন— এমন মন্তব্য করেছেন খুলনার সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

তারা জানান, ধীরে ধীরে সৃজনশীল পদ্ধতিতে সফলতা আসছে। তবে গাইড বই বন্ধ না হওয়ায় বাস্তবায়নে সময় লাগছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুধু প্রশ্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে না হয়ে তার ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণের ফলোআপ থাকা উচিত। প্রশিক্ষণ পর্বে যথাযথ মনিটরিং করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ থেকে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা জানান, নতুন শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক চিন্তা থাকলেও শিক্ষকরা ইতিবাচক দিকগুলোতে দৃষ্টি দেয়ার পক্ষে। এই ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নে সময় প্রয়োজন বলেও তারা মন্তব্য করেন।

প্রধান শিক্ষক লায়লা আরজুমান বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি খুবই সহায়ক। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগের আগে প্রয়োজন ছিল প্রস্তুতি। এখন সে প্রস্তুতি বা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হচ্ছে। পাঠ্যবই পরিবর্তন করা, নতুন তথ্য সংযোজন করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়াসহ অন্যান্য বিষয়ে এখন দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে।

গাইড বইয়ের সহজলভ্যতা ও কোচিং ব্যবসা সৃজনশীল পদ্ধতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাজারে গাইড বন্ধ করা যায়নি। আর কোচিং ব্যবসাও নিয়ন্ত্রিত হয়নি। যা সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। **হবে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১**

হবে : নজর দিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, স্কুলের বাইরে পরিবারের মধ্যেও শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে কোনোপ্রকার উদ্বেগ কাজ না করে।

শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক প্রয়োজন উল্লেখ করে সহকারী প্রধান শিক্ষক ঠাকুর দাশ তরফদার বলেন, প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের সমন্বয় থাকা দরকার। আনুপাতিক হার ঠিক রাখা গেলে সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পাওয়া সহজ হবে। তিনি স্কুলে শিক্ষকের পদ বৃদ্ধিরও দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, অভিভাবকরা নম্বর প্রাপ্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পেতে নম্বরের বদলে মেধার বিকাশের দিকে অভিভাবকদের নজর দেয়া প্রয়োজন।

তবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক সময় নির্ধারণ প্রয়োজন বলে জানায় বিদ্যালয়টির দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মেহেনাজ আফরোজ মুনা। সে জানায়, যে বিষয়গুলোতে বেশি লিখতে হয়, সে বিষয় আর কম লেখার বিষয়ে পরীক্ষার সময় একই থাকায় কিছুটা সমস্যা হয়।

কাল ছাপা হবে : খুলনার বয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়